**ধানের আধুনিক চাষ পদ্ধতি**

ধানকে ইংরেজীতে বলে Rice, বৈজ্ঞানিক নাম: *Oryza sativa*; এটা গ্রামিনী( Gramineae) পরিবারের আওতাধীন অন্যতম এবং প্রধান মাঠ ফসল এবং আমাদের বিভিন্ন খাদ্যশস্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে কিছুক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন।

**জাত নির্বাচন:**

ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটউট বা ইরি(International Rice Research Institute:IRRI বিশ্বে আধুনিক ধানের জাত সম্প্রসারণের অন্যতম পথিকৃৎ।ইরির পথ পরিক্রমায় ঢাকা থেকে ৩৬ কিলোমিটার উত্তরে জয়দেবপুরে ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হিসেবে এর যাত্রা শুরু । ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর এ প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট(Bangladesh Rice Research Institute: BRRI), যা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অ্যাক্ট, ১৯৭৩ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত। আউশ আমন বোরো মিলে এ যাবত এই প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আধুনিক ও উফশী জাতের ৮৬ টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬টি হাইব্রডি। আবার ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলা আণবিক কৃষি গবেষণা ইন্সটিটউট(Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture:BINA) থেকে ৯ টি ধানের জাত ছাড় করা হয়েছে যার মধ্যে সবগুলোই আমন ধানের জাত তবে বিনা ধান ৭ জাতের ধানটি তিন মৌসুমেই চাষ করা হয়ে থাকে। প্রসংগত বলে রাখি এখনো কোন কোন পত্রিকা বা সাধারণ মানুষ উফশী ধানকে ইরি ধান বলে থাকেন; আবার কখনো পত্রিকাতে লেখা হয় ইরি(RRI) বোরো, এসবের কোনটাই সঠিক নয়। দেশ স্বাধীনের পূর্বে ফিলিপাইন থেকে আগত আইআর ৮ ধানকে কখনো ইরি ধান বলা হতো, সেটা তো অনেক আগেই অবলুপ্ত হয়েছে। এখন যেসব ধানের জাত আছে সেসব জাত আমাদের দেশি জাত সেখানে বলতে হবে ব্রি(BRRI) ধান বা বিনা(BINA) ধান বা স্থানীয় কোন নাম কিন্তু ইরি ধান বলার কোন অবকাশ নেই।

**আবার ব্রি উদ্ভাবিত ২৬ নম্বর পর্যন্ত ধানের জাদাতের নাম লেখা হয় বিআর২৬, ২৭ নম্বর থেকে লেখা হয় ব্রি ধান২৭। আনলাকে থার্টিন(Unlucky Thirteen) বলে ১৩ নম্বরে কোন ধানের জাত নেই।**

তাই আসুন এসব জাত সম্পর্কে আমরা কিছু জরুরী তথ্যমালা জেনে নিই:

**আউশ ধানের জাত:**

**(১) বিআর২০ বা নিজামী:** ১৯৮৬ সালে এই জাতটি অবমুক্ত করা হয়; সরাসরি বপনযোগ্য, বৃষ্টিবহুল এলাকার জন্যে খুব ভাল; চাল মাঝারী মোটা; জীবনকাল ১১৫ দিন এবং গড় ফলন ৩.৫ মে.টন/হেক্টর। ইদানীং এই জাতে বাদামী দাগ রোগ একটু বেশি দেখা যাচ্ছে।

**(২) বিআর২১ :** ১৯৮৬ সালে এই জাতটি অবমুক্ত করা হয়; সরাসরি বপনযোগ্য; বৃষ্টিবহুল এলাকার জন্যে খুব ভাল; চাল মাঝারী মোটা ও স্বচ্ছ; জীবনকাল ১১০ দিন এবং গড় ফলন ৩.০ মে.টন/হেক্টর।

**(৩) বিআর২৪ বা রহমত:** ১৯৮৬ সালে এই জাতটি অবমুক্ত করা হয়; সরাসরি বপনযোগ্য; কাণ্ড হেলে পড়ে না; চাল লম্বা চিকন ও সাদা; জীবনকাল ১০৫ দিন এবং গড় ফলন ৩.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(৪) বিআর২৬ বা শ্রাবণী:** ১৯৯৩ সালে এই জাতটি অবমুক্ত করা হয়; কাণ্ড শক্ত হেলে পড়ে না; চাল লম্বা চিকন ; জীবনকাল ১১৫ দিন এবং গড় ফলন ৪.০ মে.টন/হেক্টর।

**(৫) ব্রি ধান২৭:** ১৯৯৪ সালে এই জাতটি অবমুক্ত করা হয়; সরাসরি বপনযোগ্য আবার রোপা হিসেবেও চাষ করা যায়; গাছ লম্বা হলেও হেলে পড়ে না; চাল মাঝারি মোটা; জীবনকাল ১১৫ দিন এবং গড় ফলন ৪.০ মে.টন/হেক্টর।অপিরপক্ক ধানের মাথায় বেগুনি ফোঁটা থাকে ,পরিপক্ক হলে আর ফোঁটা থাকে না।

**(৬) ব্রি ধান৪২:** ২০০৪ সালে এই জাতটি অবমুক্ত করা হয়; খরাপ্রবণ এলাকার জন্যে খুব ভাল; কাণ্ড শক্ত হেলে পড়ে না; চাল মাঝারি মোটা ও সাদা; জীবনকাল ১১০ দিন এবং গড় ফলন ৩.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(৭) ব্রি ধান৪৮:** ২০০৮ সালে এই জাতটি অবমুক্ত করা হয়; উচ্চ ফলনশীল রোপা আউশ; চাল মাঝারি মোটা ও সাদা; জীবনকাল ১১০ দিন এবং গড় ফলন ৫.০ মে.টন/হেক্টর।কিছুটা পাতাপোড়া রোগ প্রতিরোধী।

**(৮) ব্রি ধান৫৫:** ২০১১ সালে এই জাতটি অবমুক্ত করা হয়; মধ্যম লবণ সহিষ্ণু জাত(৮-১০ ডিএস/মিটার, তিন সপ্তাহ পর্যন্ত); মাঝারি খরা সহিষ্ণুও বটে; চাল লম্বা মাঝারি চিকন; জীবনকাল ১০০ দিন এবং গড় ফলন ৪.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(৯) ব্রি ধান৬৫:** খরা সহনশীল; চাল মাঝারি চিকন ও সাদা, ঝরঝরে; জীবনকাল ৮৮-১১০ দিন এবং গড় ফলন ৩.৫-৪.০ মে.টন/হেক্টর।

**আমন ধানের জাত:**

**(১)বিআর৪ বা ব্রিশাইল:** ১৯৭৫ সালে অবমুক্ত করা হয়; আলোক সংবেদনশীল জাত; চাল মাঝারি মোটা ও সাদা; জীবনকাল ১৪৫ দিন এবং গড় ফলন ৫.০মে.টন/হেক্টর। ১৯৭৬ সালে আন্তর্জাতিক ফলন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

**(২)বিআর৫ বা দুলাভোগ:** ১৯৭৬ সালে অবমুক্ত করা হয়; আলোক সংবেদনশীল জাত; সুগন্ধি চাল ছোট ও গোলাকৃতি; জীবনকাল ১৫০ দিন এবং গড় ফলন ৩.০ মে.টন/হেক্টর।

**(৩)বিআর১০ বা প্রগতি:** ১৯৮০ সালে অবমুক্ত করা হয়; আলোক সংবেদনশীল জাত; চাল মাঝারি চিকন; জীবনকাল ১৫০ দিন এবং গড় ফলন ৬.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(৪)বিআর১১ বা মুক্তা:** ১৯৮০ সালে অবমুক্ত করা হয়; চাল মাঝারি মোটা; জীবনকাল ১৪৫ দিন এবং গড় ফলন ৬.৫ মে.টন/হেক্টর।মেক্সিকোতে হেক্টর প্রতি ১৪.৫ মে. টন ফলন দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছিল। এখন রোগ বালাই বেশী হচ্ছে।

**(৫) বিআর২২ বা কিরণ:** ১৯৮৮ সালে অবমুক্ত করা হয়; আলোক সংবেদনশীল জাত; বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্যে উপযোগি; চাল মোটা ও সাদা; জীবনকাল ১৫০ দিন এবং গড় ফলন ৫.০ মে.টন/হেক্টর।

**(৬) বিআর২৩ বা দিশারী:** ১৯৮৮ সালে অবমুক্ত করা হয়; আলোক সংবেদনশীল জাত;বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্যে উপযোগি; চাল লম্বা চিকন ও সাদা; জীবনকাল ১৫০ দিন এবং গড় ফলন ৫.৫ মে.টন/হেক্টর।বন্যা পরবর্তী চাষের জন্যে বেশ ভাল।

**(৭) বিআর২৫ বা নয়াপাজাম:** ১৯৯৮ সালে অবমুক্ত করা হয়; চাল পাজাম চালের মতই; জীবনকাল ১৩৫ দিন এবং গড় ফলন ৪.৫ মে.টন/হেক্টর।কাণ্ড শক্ত , গাছ সহজে হেলে পড়ে না।

**(৮) ব্রি ধান৩০:** ১৯৯৪ সালে অবমুক্ত করা হয়; আলোক সংবেদনশীল জাত; চাল মাঝারি চিকন সাদা; জীবনকাল ১৪৫ দিন এবং গড় ফলন ৫.০ মে.টন/হেক্টর।

**(৯) ব্রি ধান৩১:** ১৯৯৪ সালে অবমুক্ত করা হয়; মৃদু আলোক সংবেদনশীল জাত; চাল মোটা ও সাদা; জীবনকাল ১৪১ দিন এবং গড় ফলন ৫.০ মে.টন/হেক্টর।

**(১০) ব্রি ধান৩২:** ১৯৯৪ সালে অবমুক্ত করা হয়; আলোক সংবেদনশীলতা নেই; চাল মাঝারি মোটা ও সাদা; জীবনকাল ১৩০ দিন এবং গড় ফলন ৫.০ মে.টন/হেক্টর।মজবুত কাণ্ড হেলে পড়ে না।

**(১১) ব্রি ধান৩৩:** ১৯৯৭ সালে অবমুক্ত করা হয়; চাল খাটো; জীবনকাল ১১৮ দিন এবং গড় ফলন ৪.৫ মে.টন/হেক্টর।ড্রাম সীডারে চাষ করলে ১০০ দিনেই জীবনকাল শেষ হয়ে যায়।

**(১২) ব্রি ধান৩৪:** ১৯৯৭ সালে অবমুক্ত করা হয়; আলোক সংবেদনশীল জাত; চাল সুগন্ধি কালিজিরা চালের মত ছোট, পোলাও তৈরির জন্যে উপেযোগি; জীবনকাল ১৩৫ দিন এবং গড় ফলন ৩.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(১৩) ব্রি ধান৩৭:** ১৯৯৮ সালে অবমুক্ত করা হয়; এটি বাসমতি ও বিআর৫ জাতের ক্রস করে উদ্ভাবিত; চাল রং ও আকার কাটারিভোগ চালের মত; জীবনকাল ১৪০ দিন এবং গড় ফলন ৩.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(১৪) ব্রি ধান৩৮:** ১৯৯৮ সালে অবমুক্ত করা হয়; চাল চিকন, ঘ্রাণ বাসমতির মত, ভাল ও পোলাও দুটোও খাওয়া যায়; জীবনকাল ১৪৪ দিন এবং গড় ফলন ৩.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(১৫) ব্রি ধান৩০:** ১৯৯৯ সালে অবমুক্ত করা হয়; চাল লম্বা ও চিকন; জীবনকাল ১২০ দিন এবং গড় ফলন ৪.৫মে.টন/হেক্টর। চাল লম্বা ও চিকন বিধায় এটা রপ্তানীর জন্যে খুব ভাল।

**(১৬) ব্রি ধান৪০:** ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়; লবণাক্ত এলাকার জন্যে(মধ্যম লবণাক্ত বা ৮-১০ডিএস/মিটার সহ্য করতে পারে); চাল মাঝারি মোটা, ভাত খুব ভাল; জীবনকাল ১৪৫ দিন এবং গড় ফলন ৪.৫ মে.টন/হেক্টর।মজবুত হেলে পগড় না।

**(১৭) ব্রি ধান৪১:** ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়; আলোক সংবেদনশীল, লবণাক্ত এলাকার জন্যে(মধ্যম লবণাক্ত বা ৮-১০ডিএস/মিটার সহ্য করতে পারে); চাল মোটা সাদা স্বচ্ছ ও সুস্বাদু ; জীবনকাল ১৪৮ দিন এবং গড় ফলন ৪.০-৪.৫ মে.টন/হেক্টর।মজবুত হেলে পড়ে না।

**(১৮) ব্রি ধান৪৪:** ২০০৫ সালে অবমুক্ত করা হয়; জোয়ার ভাটা এলাকার জন্যে ভাল; চাল মোটা; জীবনকাল ১৪৫ দিন এবং গড় ফলন ৬.৫ মে.টন/হেক্টর।৫০-৬০ সেমি পানি হলেও চাষ করা যায়। জোয়ারের পানি বাড়ার সাথে সাথে বাড়ে।ইউরিয়া কম লাগে।

**(১৯) ব্রি ধান৪৬:** ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়; বন্যা প্রবণ এলাকার; চাল মাঝারি মোটা; জীবনকাল ১৫০দিন এবং গড় ফলন ৫.০মে.টন/হেক্টর।বন্যার পরে নাবী হিসেবে চাষ করা যায়।

**(২০) ব্রি ধান৪৯:** ২০১০ সালে অবমুক্ত করা হয়; বন্যা প্রবণ এলাকার; চাল মাঝারি মোটা ও সাদা; জীবনকাল ১৩৫ দিন এবং গড় ফলন ৫.০ মে.টন।

**(২১) ব্রি ধান৫১:** ২০১০ সালে অবমুক্ত করা হয়; আলেঅক সংবেদনশীল; বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য; চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা; জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন কিন্তু বন্যা হলে সেটা বেড়ে ১৫৫-১৬০ দিন হয়ে যায়। আকস্মিক বন্যাতে কোন ক্ষতি নেই। গড় ফলন ৪.৫ থেকে ৫.০ মে. টন।

**(২২) ব্রি ধান৫২:** ২০১০ সালে অবমুক্ত করা হয়; বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য; জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন কিন্তু বন্যা হলে সেটা বেড়ে ১৫৫-১৬০ দিন হয়ে যায়। ১২-১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে কোন ক্ষতি নেই। গড় ফলন ৪.০ থেকে ৪.৫ মে. টন।

**(২৩) ব্রি ধান৫৩:** ২০১০ সালে অবমুক্ত করা হয়; লবণাক্ত এলাকার জন্যে(মধ্যম লবণাক্ত বা ৮-১০ডিএস/মিটার সহ্য করতে পারে); চাল মাঝারি চিকন ; জীবনকাল ১২৫ দিন এবং গড় ফলন ৫.০ মে.টন/হেক্টর।

**(২৪) ব্রি ধান৫৪:** ২০১০ সালে অবমুক্ত করা হয়; লবণাক্ত এলাকার জন্যে(মধ্যম লবণাক্ত বা ৮-১০ডিএস/মিটার সহ্য করতে পারে); চাল মাঝারি মোটা ; জীবনকাল ১৩৫ দিন এবং গড় ফলন ৫.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(২৫) ব্রি ধান৫৬:** ২০১১ সালে অবমুক্ত করা হয়; খরা প্রবণ এলাকার জন্যে; চাল মোটা সাদা; জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন এবং গড় ফলন ৪.৫-৫.০ মে.টন/হেক্টর।১০/১২ দিন বৃষ্টি না হলে কোন সমস্যা হয় না।

**(২৬) ব্রি ধান৫৭:** ২০১৩ সালে অবমুক্ত করা হয়; স্বল্প মেয়াদী উফশী জাত; জিরাশাইল ও মিনিকেটের মত ; জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন এবং গড় ফলন ৪.০-৪.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(২৭) ব্রি ধান৬২:** ২০১৩ সালে অবমুক্ত করা হয়; জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত(১৯ গ্রাম /কিলো চাল) চাল লম্বা সরু সাদা ; জীবনকাল ১০০ দিন এবং গড় ফলন ৩.৫-৪.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(২৮) ব্রি ধান৬৬:** ২০১৪ সালে অবমুক্ত করা হয়; খরা প্রবণ এলাকার জন্যে; চাল লম্বা ও মোটা; জীবনকাল ১০০-১১৫ দিন এবং গড় ফলন ৪.০-৪.৫ মে.টন/হেক্টর। ১৫/২০ দিন বৃষ্টি না হলে কোন সমস্যা হয় না।

**(২৯) ব্রি ধান৮০:** ২০১৭ সালে অবমুক্ত করা হয়; থাইল্যাণ্ডের জনপ্রিয় জেসমিন ধানের মত সগন্ধিযুক্ত এবং রপ্তানিযোগ্য; জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন এবং গড় ফলন ৪.৫-৫. মে.টন/হেক্টর।

**(৩০) ব্রি হাইব্রিড ধান৪:** ২০১০ সালে অবমুক্ত করা হয়; চাল চিকন স্বচ্ছ সাদা ;জীবনকাল ১১৮ দিন এবং গড় ফলন ৬.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(৩১) বিনাশাইল:** বিনা থেকে ১৯৮৭ সালে অবমুক্ত করা হয়। বন্যার পরে লাগানোর জন্যে উপযোগি; খড় বেশি হয়; জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন( সময়মত লাগালে ২-৪ সপ্তাহ আগে পাকতে পারে); চাল সরু, ভাত ভাল হয়; গড় ফলন ৪.২ মে.টন/হেক্টর।

**(৩২) বিনা ধান-৪:** বিনা থেকে ১৯৯৮ সালে অবমুক্ত করা হয়।চাল সরু ও লম্বা, রপ্তানীযোগ্য; জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন;গড় ফলন ৪.৭ মে.টন/হেক্টর।

**(৩৩) বিনা ধান-৭:** বিনা থেকে ২০০৭ সালে অবমুক্ত করা হয়।চাল স্বাদ ভাল উজ্জ্ব্বল রংয়ের; রপ্তানীযোগ্য; জীবনকাল ১১০-১২০ দিন; গড় ফলন ৫.২৫ মে.টন/হেক্টর।মঙ্গা এলাকার জন্যে বিশেষভাবে উপযোগী। আমন মানুষের জন্যে অবমুক্ত করা হলেও বিনা ধান ৭আউশ ও বোরো মৌসুমেও চাষ করা যায়।কিছুটা বাদামী গাছ ফড়িং প্রতিরোধী।

**(৩৪) বিনা ধান-৯:** বিনা থেকে ২০১২ সালে অবমুক্ত করা হয়।জীবনকাল ১১৮-১২৩ দিন; গড় ফলন ৩৭ মে.টন/হেক্টর।গাছ শক্ত সেহজে হেলে পড়ে না।

**(৩৫) বিনা ধান-১১:** বিনা থেকে ২০১৩ সালে অবমুক্ত করা হয়।জীবনকাল ১১৫-১২০ দিন(পানিতে ডুবে থাকলে ১৩০-১৩৫ দিন);গড় ফলন ৪.২ মে.টন/হেক্টর।জলমগ্ন না হলে ফলন ৫.৩ মে.টন/হেক্টর হতে পারে।

**(৩৬) বিনা ধান-১২:** বিনা থেকে ২০১৩ সালে অবমুক্ত করা হয়।বন্যা প্রতিরোধী; জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন(১৪০-১৪৫ দিন, বন্যা হলে); ফলন ৩.৫-৪.৫ মে.টন/হেক্টর।

**(৩৭) বিনা ধান-১৩:** সুর সুগন্ধি চাল, কালিজিরা থেকে রেডিয়েশেনের মাধ্যমে তৈরি; জীবনকাল ১৩৮-১৪২ দিন।

**(৩৮) বিনা ধান-১৫:** জীবনকাল ১১৫-১২০ দিন;গড় ফলন ৪.৮ মে.টন/হেক্টর।ব্রি ধান৩৮ থেকে ১৫-২০ দিন আগে পাকে।

**(৩৯) বিনা ধান-১৬:** জীবনকাল ১০০-১০৮ দিন;গড় ফলন৫.৫ মে.টন/হেক্টর। বিনা ধান-৭ থেকে ৮-১০ দিন আগে পাকে।

**বোরো ধানের জাত:**

**(১) বিআর৩:** একটি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত, যা বোরো, আউশ এবং আমন তিন মৌসুমের জন্য অনুমোদিত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৭৩ সালে জাতটি উদ্ভাবন করেছে। বিআর৩-এর জনপ্রিয় নাম বিপ্লব। ধান গাছের উচ্চতা ৯৫ সেন্টিমিটার। এ জাতের জীবনকাল ১৭০ দিনহেক্টর প্রতি ৬.৫ টন। এর চাল মাঝারি মোটা ও পেটে সাদা দাগ আছে। ৪গাছ হেলে পড়ে না।ভাত ঝরঝরে।১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক ফলন প্রতিযোগিতায় বিআর৩ প্রথম স্থান অধিকার করে।

**(২) বিআর১৪:** বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ধান বিআর১৪ বোরো এবং আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ১৯৮৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ ধানের জনপ্রিয় নাম গাজী। গাছের উচ্চতা ১১৫-১২০ সেন্টিমিটার। কান্ড খুব মজবুত এবং পাতা খাড়া।কুশি গজানোর ক্ষমতা মাঝারি।ডিগপাতা কিছুটা হেলে যায়, ফলে শিষ উপরে দেখা যায় এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছড়ার উপরিভাগের ধানে শুঙ আছে।চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং ভাত ঝরঝরে। এ জাতে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.১%। এ জাতের জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৫৫-১৬০ দিন।বোরো মৌসুমে ফলন হেক্টর প্রতি ৬.০-৬.৫ টন। উর্বর জমিতে আবাদ করলে অধিক ফলন নিশ্চিত হবে।কাণ্ড লম্বা, মজবুত তাই নিচু জমিতে চাষ উপযোগী।

**(৩) বিআর১৬:** বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ধান বিআর১৪ বোরো এবং আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ১৯৮৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ ধানের জনপ্রিয় নাম গাজী। গাছের উচ্চতা ১১৫-১২০ সেন্টিমিটার।

কান্ড খুব মজবুত এবং পাতা খাড়া।কুশি গজানোর ক্ষমতা মাঝারি।ডিগপাতা কিছুটা হেলে যায়, ফলে শিষ উপরে দেখা যায় এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে।ছড়ার উপরিভাগের ধানে শুঙ আছে।চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং ভাত ঝরঝরে। এ জাতে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.১%। এ জাতের জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৫৫-১৬০ দিন।বোরো মৌসুমে ফলন হেক্টর প্রতি ৬.০-৬.৫ টন। যারা বালাম চালের ভাত পছন্দ করেন এবং উন্নত মানের মুড়ি উৎপাদন করতে আগ্রহী তাদের জন্য শাহীবালাম।

**(৪) বিআর১৭:** আগাম জাত।গাছের উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার।চাল মাঝারি মোটা ও ভাত ঝরঝরে।ফুল ফোটার সময় শীষগুলো ডিগ পাতার উপরে থাকে।হাওড়, বাওড় ও বিলাঞ্চলের জন্য এ জাতটি বিশেষ উপযোগী। কারণ গাছ লম্বায় ১২৫ সেন্টিমিটার, তাই ধান পাকার সময় হঠাৎ বন্যায় মাঠে কোমর পানি হলেও ফসল কাটা যায়।এ জাতের জীবনকাল ১৫৫ দিন।ধানের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৬.০ টন।

**(৫) বিআর১৮:** বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকার উপযোগী বলে এ জাতটি ইন্দোনেশিয়া থেকে এদেশে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৮৫ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিআর১৮ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের জনপ্রিয় নাম শাহজালাল। কান্ড খুবই মজবুত ও হেলেপড়া প্রতিরোধী।গাছের উচ্চতা ১১৫-১২০ সেন্টিমিটার। চারার উচ্চতা ২০-২৫ সেন্টিমিটার। কুশি গজানোর ক্ষমতা মাঝারি। পাতা প্রশস্ত, লম্বা এবং মোটামুটি খাড়া। চাল মাঝারি মোটা, সাদা ও ভাত ঝরঝরে। এ জাতের ধান মাড়াই করা সহজ।

**(৬) বিআর১৯:** বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকার উপযোগী বলে এ জাতটি ইন্দোনেশিয়া থেকে এদেশে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৮৫ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিআর১৯ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের জনপ্রিয় নাম মঙ্গল।এটি হাওড় অঞ্চলের ধান। গাছের কান্ড লম্বা কিন্তু মজবুত। গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেন্টিমিটার। পাতা এবং কাণ্ড গাঢ় সবুজ। ডিগপাতা ছোট ও খাড়া। পাকার সময় শীষ উপরে থাকে। চাল লম্বা, সরু এবং স্বচ্ছ। হাওড়, বাওর আর বিলাঞ্চলে এ জাতের আবাদ করা উচিত। কারণ এর কান্ড লম্বা, তাই ধান পাকার সময় হঠাৎ বন্যায় মাঠে কোমর পানি হলেও ফসল কাটা যায়। এ জাতের জীবনকাল বীজ বপন থেকে পাকা পর্যন্ত ১৬৫-১৭০ দিন।

**(৭) ব্রি ধান২৮:** ব্রি ধান২৮ বোরো মৌসুমের একটি আগাম জাত। এ জাত ১৯৯৪ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ৯০ সেমি।পাকার সময় ধানের শীষ উপরে থাকে। চাল মাঝারি চিকন ও সাদা। ভাত ঝরে ঝরে ও খেতে সুস্বাদু। জাতটির জীবনকাল ১৪০ দিন।স্বাভাবিক ফলন হেক্টরপ্রতি ৫.৫-৬.০ টন।

**(৮) ব্রি ধান২৯:** বোরো মৌসুমের একটি নাবী জাতের ধান। ১৯৯৪ সালে এ জাতটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদেও জন্য অনুমোদন করা হয়। এটি একটি উচ্চ ফলন ক্ষমতাসম্পন্ন জাত। উচ্চতা ৯৫ সেন্টিমিটার। কান্ড মজবুত তাই হেলে পড়ে না। এর চাল মাঝারি চিকন ও সাদা। গুণে ও মানে ব্রি ধান২৯ সকল আধুনিক ধানের সেরা। বলা যেতে পারে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৯ সব চাইতে জনপ্রিয় জাত। এর ফলনের পরিমাণ সর্বোচ্চ। তবে উচ্চ ফলন দেবার জন্য এর সার গ্রহণ ক্ষমতাও বেশী। ব্রি ধান২৯ পাতা পোড়া ও খোল পোড়া রোগে মধ্যম প্রতিরোধশীল। এর জীবনকাল ১৬০ দিন। গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৫ টন।থোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।

**(৯) ব্রি ধান৩৬:** বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের ঠান্ডাপ্রবণ এলাকায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ জাতটি ইরি থেকে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৯৮ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ব্রি ধান৩৬ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে।চারা অবস্থায় ঠান্ডা সহনশীল।গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেন্টিমিটার।পাকার সময় পর্যন্ত গাছ সবুজ থাকে। চাল লম্বা ও চিকন । ভাত ঝরঝরে এবং খেতে সুস্বাদু।চালে প্রোাটিনের পরিমাণ ৮.৭%। বীজ বপনের সময় বোরো মৌসুমে যে সমস্ত এলাকায় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর নীচে নেমে যায় সে সমস্ত এলাকার জন্য ব্রি ধান৩৬ খুবই উপযুক্ত।জাতটির জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরপ্রতি ৫.০-৫.৫ টন ফলন দিয়ে থাকে।

**(১০) ব্রি ধান৪৫:** বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি ধান৪৫ জাতটি সংকরায়ণ করে উদ্ভাবন করেছে। এটি ২০০৫ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। ব্রি ধান২৮ এর সমান জীবনকাল কিন্তু ফলন বেশী।

গাছ ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে অধিক মজবুত।গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। ডিগপাতা লম্বা এবং খাড়া।১০০০ ধানের ওজন ২৬ গ্রাম। চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা।ভাত ঝরঝরে এবং সুস্বাদু। চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৭.২%। এ জাতটির জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরপ্রতি ৬.০-৬.৫ টন ফলন দিয়ে থাকে।

**(১১) ব্রি ধান৪৭:** ২০০৬ সালে জাতীয় বীজ র্বোড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।লবণাক্ত এলাকার জন্যে অনুমোদিত।গাছের উচ্চতা ১০৫ সেমি; চাল মাঝারি মোটা এবং পটে সাদা দাগ আছে। চারা অবস্থা উচ্চমাত্রার লবণ সহিষ্ণু(১২-১৪ডিএস/মিটার) এবং বয়স্ক অবস্থায় নি¤œ হতে মধ্যম মাত্রার লবণ সহিষ্ণু(৬ডিএস মিটার); জীবনকাল ১৫২ দিন। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬.০ টন।

**(১২) ব্রি ধান৫০:** উচু জমি এবং সেচ সুবিধা ভাল এমন জমির জন্যে এটা অনুমোদিত। এটার নাম বাংলামতি। গাছ হেলে পড়ে ন্;া চাল লম্বা চিকন সুগন্ধি ও সাদা; এই চাল বাসমতি চালের মত। জীবন কাল ১৫৫ দিন। গড় ফলন ৬.০ টন/হেক্টর।

**(১৩)ব্রি ধান৫৫:** ২০১১ সালে অনুমোদন লাভ করে। বোরা ও আউশ মৌসুমের জন্যে অনুমোদিত। আগাম জাত; অধিক ফলনশীল; চাল লম্বা ও মাঝারি চিকন; মাঝারি লবণ সহিষ্ণু(৮-১০ ডিএস/মিটার, ৩ তিন সপ্তাহ); মাঝারি ঠাণ্ডা ও খরা সহিষ্ণু। ঠাণ্ডা প্রবণ এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষ করা যায়; জীবনকাল ১৪৫ দিন; গড় ফলন ৭.০ মে.টন/হে:

**(১৪) ব্রি ধান৫৮:** এই ধানটি ব্রিধান২৯ থেকে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ২০১২ সালে অনুমোদন লাভ করে। গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সেমি; ব্রিধান ২৯ এর মত সামান্য চিকন; পাকা ধানের রং খড়ের মত; জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন; গড় ফলন ৭.০-৭.৫ মে.টন/হে.

**(১৫) ব্রি ধান৫৯:** এটা ২০১৩ সালে অনুমোদন লাভ করে। অধিক ফলনশীল; চালের আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রং সাদা;জীবনকাল ১৫৩ দিন এবং গড় ফলন ৭.১- ৮.৫ মে.টন/হে:

**(১৬) ব্রি ধান৬০:** এটা ২০১৩ সালে অনুমোদন লাভ করে। অধিক ফলনশীল; চালের লম্বা সরু ও সাদা; জীবনকাল ১৫১ দিন এবং গড় ফলন ৭.৩ মে.টন/হে:

**(১৭) ব্রি ধান৬১:** এটা ২০১৩ সালে অনুমোদন লাভ করে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু(১২-১৪ডিএস/মি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে তিন সপ্তাহ); চালের আকৃতি মাঝারি চিকন ; জীবনকাল ১৩৫-১৫০ দিন এবং গড় ফলন ৩.৮- ৭.৪ মে.টন/হে:।

**(১৮) ব্রি ধান৬৩:** এটা ২০১৪ সালে অনুমোদন লাভ করে। বাসমতির মত লম্বা ও চিকন ফলে রপ্তানীযোগ্য ;জীবনকাল ১৪৮-১৫০ দিন এবং গড় ফলন ৬.৫- ৭.০ মে.টন/হে:

**(১৯) ব্রি ধান৬৪:** এটা ২০১৪ সালে অনুমোদন লাভ করে। অধিক ফলনশীল; চাল মাঝারী মোটা ও সাদা;জীবনকাল ১৫০-১৫২ দিন এবং গড় ফলন ৬.০- ৭.০ মে.টন/হে:। জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধান, জিংকের পরিমাণ ব্রি ধান৬২ থেকে বেশি।

**(২০) ব্রি ধান৬৭:** এটা ২০১৪ সালে অনুমোদন লাভ করে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু(১২-১৪ডিএস/মি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে তিন সপ্তাহ); চাল মাঝারি চিকন, সাদা ও ভাত ঝরঝরে ; জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন এবং গড় ফলন ৩.৮- ৭.৪ মে.টন/হে:।

**(২১) ব্রি ধান৬৮:** এটা ২০১৪ সালে অনুমোদন লাভ করে। অধিক ফলনশীল; মাঝারী মোটা ও ভাত ঝরঝরে; জীবনকাল ১৪৯ দিন এবং গড় ফলন ৭.৩- ৯.২ মে.টন/হে:।

**(২২) ব্রি ধান৮১: আমিষ সমৃদ্ধ জাত; সবে গত ১১.১০.২০১৭ তারিখে অবমুক্ত করা হয়েছে; ইরানের আমল-৩ ও ব্রি ধান২৮ এর সংকরায়নের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে; এতে আমিষের পরিমাণ ১০.৩** **ভাগ; এটা জনপ্রিয় মেগা জাত ব্রি ধান২৮ এর বিকল্প। জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন এবং গড় ফলন ৬.০মে.টন/হেক্টর, তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পরৈ ফলন ৬.০মে.টন/হেক্টর হতে পারে।**

**(২৩) ব্রি হাইব্রীড ধান২:** এটা ২০০৮ সালে অনুমোদন লাভ করে। অধিক ফলনশীল; মাঝারী মোটা ও ঝরঝরে ;জীবনকাল ১৪৫দিন এবং গড় ফলন ৮.০ মে.টন/হে:।

**(২৪) ব্রি হাইব্রীড ধান৩:** এটা ২০০৯ সালে অনুমোদন লাভ করে। অধিক জীবনকাল ১৪৫ দিন এবং গড় ফলন ৯.০ মে.টন/হে:।

**তথ্য সূত্র:**

১। আধুনিক ধানের চাষ, বি আর আর আই, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

২। বি আর আর আই ওয়েব সাইট।